জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৩শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১১ই পৌষ বুধবার ১৩৬৩ ইংরাজী 26th Dec. 1956 | ৩১শ সংখ্যা

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৪ই জানুয়ারী ১৯৫৭

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

১৯৭ খাং ডিঃ ভুজঙ্গভূষণ দাস দিং দেং শ্যামাপদ রায় দিং দাবি ২৩৸৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে খোদরামপুর ১-২৪ শতকের কাত ৪৷৷৮ আঃ ১০৲ খং ১৮১ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

২৪০ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৩৶০ থানা ঐ মৌজে সাহাজাদপুর ৬৭ শতকের কাত ৷৷৶২ পাই আঃ ১০৲ খং ২১৬ ঐ স্বত্ব

২৪১ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১১৷৷৬ পাই মৌজাদি ঐ ২৬ শতকের কাত ৷৷৶২ পাই আঃ ৫৲ খং ২১৭ ঐ স্বত্ব

২৪২ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১০৶৬ পাই মৌজাদি ঐ ১৫ শতকের কাত ।৪ পাই আঃ ৫৲ খং ২১৫ ঐ স্বত্ব

২৪৬ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২০৷৵০ মৌজাদি ঐ ১-৩০ শতকের কাত ৩৷৶০ আঃ ১০৲ খং ২২০ ঐ স্বত্ব

২৫৯ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৪।৵৬ মৌজাদি ঐ ৯০ শতকের কাত ১৷৷৵৮ পাই আঃ ১০৲ খং ১০৬ ঐ স্বত্ব

২৬০ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩৬।৶৬ মৌজাদি ঐ ২-১৩ শতকের কাত ৯।৶১ পাই আঃ ১৫৲ খং ২১৮ ঐ স্বত্ব

২৪৭ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৬৶০ থানা ঐ মৌজে জালালপুর ৮৭ শতকের কাত ৪৲ আঃ ১০৲ খং ১৬৯ অধীনস্থ খং সহ মোকররী স্বত্ব

২৪৮ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২১৸০ থানা ঐ মৌজে দোনলীয়া ১-৮১ শতকের কাত ৪।২ পাই আঃ ১০৲ খং ১৬২ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

২৮২ খাং ডিঃ মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় দিং দেং পাঁচুসুন্দরী দেবী দাবি ৩৯।৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জঙ্গিপুর ১৩৯ শতকের কাত ষোল আনায় ৫।০ আঃ ৩৫৲ খং ২৫৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই পৌষ বুধবার সন ১৩৬৩ সাল।

জবর-দোস্তি ও জবর দস্তি

—•—

"জবর-দোস্তি" মানে অত্যন্ত বন্ধুত্ব আর জবর দস্তি মানে অত্যাচার, বলপ্রয়োগ এবং জুলুম।

ভারত অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া মিলিয়া মিশিয়া সহ-অবস্থান নীতি ভালবাসে, তাহার প্রমাণ সে বহুবার দিয়াছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি ভারত তাহার স্বাধীনতা লাভের পর হইতে সৌহার্দ্দ্য দেখাইতে নিজের লাভের স্থলে লোকসান ভোগ করিতে পশ্চাদপদ হয় নাই। ভারত যে রাষ্ট্রের নিকট মাত্র ৫৫ কোটি টাকা ধারে, আর সে রাষ্ট্র ভারতের নিকট ৩০০ কোটি টাকা ধারে। ভারত নিজের প্রাপ্য টাকা হইতে ৫৫ কোটি টাকা দাবি কমাইয়া ২৪৫ কোটি টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করিতে পারিত। ভারত দোস্তি অর্থাৎ বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য নিজের ৩০০ কোটি টাকা পাওনার কোন দাবি না জানাইয়া অপর রাষ্ট্রের ৫৫ কোটি টাকা মিটাইয়া দিল। এখন ভারতের রাষ্ট্র-নায়কগণ এই জবর দোস্তির বদলে তাহার বন্ধু রাষ্ট্রের নিকট জবরদস্তি অর্থাৎ জুলুম স্বরূপ দুর্ব্যবহার প্রাপ্ত হইতেছে। খোলাখুলি বলাই ভাল। পাকীস্থানের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকত সাহেব ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সহিত চুক্তি করিয়া তাঁহার প্রাপ্য যথেষ্ট আদায় করিয়া তৎপরিবর্ত্তে মুষ্টি প্রদর্শন করতঃ যে ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা (?) দেখাইয়াছেন তখন আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিরা পর্য্যন্ত ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে বলিয়াছিলাম—এবার হিসাব করুন পাকীস্থান "নিয়া কত? আর দিয়া কত!"

সভ্য জগতে ভদ্রতার পরিবর্ত্তে ভদ্রতাই প্রাপ্য বলিয়া জানা আছে। পাকীস্থান স্বাধীনতা লাভের পর কত বার কত অভাবে ভারত কর্ত্তৃক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা স্মরণ করে কি না সন্দেহ। কিছু দিন আগে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল-জীর কুশপুত্তলিকা দাহ করিয়া ভদ্রতার প্রতিদান দিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই।

অদৃশ্য কোনও এক শক্তি এই নিখিল বিশ্ব পরিচালনা করিতেছেন, ঈশ্বরবিশ্বাসী প্রত্যেক লোকই তাহা বিশ্বাস করিবে। সৌদি আরব এলাকায় পাকীস্থানের গবর্ণর জেনারেল ও প্রধান মন্ত্রী মহাশয় অতিথি হিসাবে যাওয়া মাত্র তথাকার লোকজন যে বিক্ষোভ ও অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন করে তাহাতে পাকীস্থানের নায়কগণ নিশ্চয় একবারও ভাবিয়া থাকিবেন—কুশপুত্তলিকা নির্জ্জীব বস্তু তাহার অপমান করিয়া প্রত্যক্ষ নিজেদের সম্মান মুসলমান হইয়া মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট যেন সুদে আসলে প্রাপ্ত হইলেন। পাকীস্থানী শীর্ষস্থানীয় মহোদয়গণ অন্য এক মুসলমান রাজ্যে যাইবার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া সেই রাজ্যের প্রধান কর্ত্তৃক তাঁহার দেশে যাইতে নিষেধ প্রদত্ত হইয়া অনুরূপ আপ্যায়িত হইয়া ধন্য হইয়াছেন। সুতরাং দেখা যায় জবর-দোস্তি পাইতে হইলে জবর দোস্তি চাই। জবর দস্তি দ্বারা সদ্ব্যবহার মিলে না।

মার্কিন মুলুকে জহরলাল

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া লণ্ডন হইতে মার্কিন রাষ্ট্রপতির খাস বিমানে আরোহণ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রে যে সম্মান সহ আতিথ্য লাভ করিয়াছেন এবং সেখানে উভয়ের মধ্যে যে প্রাণখোলা আলোচনা আলাপে বহু বিষয়ে উভয়ের মতৈক্য হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে তাহা যেন জবরদোস্তির বন্ধন দৃঢ় হইবার আশার সঞ্চার করে।

গত ২০শে ডিসেম্বর নিউইয়র্কে রাষ্ট্র সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু সামরিক চুক্তির নিন্দা করেন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রকে বিশ্বের জনমতের উপর নির্ভর করিতে বলেন। সাধারণ পরিষদের ছোট একটি কমিটীতে তাঁহার বক্তৃতা করিবার কথা ছিল, কিন্তু সাধারণ পরিষদে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার দাবি এতই প্রবল হয় যে, শেষ পর্য্যন্ত রাষ্ট্র সঙ্ঘের অফিসারদের বক্তৃতা স্থল পরিবর্ত্তন করিতে হয়। সাধারণ পরিষদ কক্ষে তিন হাজার আসন ছিল। নেহেরুজীর বক্তৃতার সময় বিশিষ্ট দর্শক, প্রতিনিধি দল, সংবাদপত্র প্রতি-নিধি ও সাধারণ দর্শকের আসন ভর্ত্তি হইয়া যায়। পর্ত্তুগীজ প্রতিনিধি দল তাঁহার বক্তৃতার সময় বিশেষ ভাবে অনুপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদের অনুপস্থিতির কারণ ইঁহারাও ভারতের পক্ষে জবর দস্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন, যদি নেহেরুজীর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনিয়া জ্ঞানের সঞ্চার হয় তবে গোয়ার গোঁয়ারতুমি-তে বাধা পড়িতে পারে। ধর্ম্মের কথা, ন্যায়ের কথা, শাস্ত্রের কথা কানে না যায় এমন লোকের অভাব নাই। বিশেষ করিয়া দস্যু ডাকাতরা শাস্ত্রের কথা বা নীতি কথা শোনে না। একটি পুরাতন গল্প পাড়াগাঁয়ে প্রচলিত আছে। শ্রবণ করুন—

এক ডাকাতের সাতটি বলিষ্ঠ ছেলে ছিল, বুড়ো ছেলেদের বলে ডাকাতদলের উপর নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া সর্দ্দার পদ প্রাপ্ত হয়। সর্দ্দার নিজের ছেলেদের তার পা ছুইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়েছিল—যেন কেহ কখনও ধর্ম্ম বা শাস্ত্রের কথা না শোনে। ইহার কারণ—সকল নীতি, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রে চুরি, ডাকাইতি প্রভৃতি পাপ কর্ম্ম করিতে নিষেধ করে। ছেলেরা যদি শাস্ত্রকথা শুনে ডাকাতি ছেড়ে দেয় তবে ব্যবসা বন্ধ হবে।

এক দিন একটি ছেলে শ্বশুর বাড়ী হ'তে স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ী আসিবার সময় দেখে এক স্থানে রামায়ণ পাঠ হচ্ছে। সে রামায়ণ পাঠ হচ্ছে শুনে কানে আঙ্গুল দিয়ে সেই স্থানটুকু দৌড়িয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। পিছলে পড়ে গিয়ে কানের আঙ্গুল ছুটে গিয়ে সে শুনে ফেললে পণ্ডিতজী ব্যাখ্যা করছেন—"দেওতাকো ছায়া নেহি" এর অর্থ—দেবতাদের দেহ ছায়াহীন। সে আবার কানে আঙ্গুল দিয়ে ছুটে বাড়ীতে এসে বাবার পায়ে ধরে বল্‌লো—বাবা, অপরাধ করেছি—শাস্ত্রের কথা কানে গিয়েছে। বাবা যখন শুনিলেন—"দেওতাকো ছায়া নেহি" এই কথাটি সে শুনেছে—এতে চুরি ডাকাতির কোন ক্ষতি হবে না। সে ছেলেকে অভয় দিয়া বলিল এতে কিছু অন্যায় হয়নি।

এর কয়েক দিন আগে এই সর্দ্দার তার সব দল বল নিয়ে এক ধনীর বাড়ীতে ডাকাতি ক'রে বহু অর্থ লুট ক'রে নিজের আয়ত্তে রেখে দিয়েছে কাউকে ভাগ দেয় নাই। ডাকাতরা ভাগ চাইলে টালবাহানা করে, পুলিস তল্লাসী চলছে ইত্যাদি বলে সবকে ভাগ না দিয়ে ভাগিয়ে দেয়।

এক জন বাগদী ডাকাত বহুরূপীর মত কালী মূর্ত্তি ধ'রে মুখোস লাগিয়ে বুড়ো সর্দ্দার যে রোয়াকে শুয়েছিল তার কাছে এসে ডেকে বল্‌লে "দেখ্ সর্দ্দার, আমার সাধনা করে তুই ডাকাতি করিস্। সব ডাকাইতই আমার ভক্ত, তুই তাদের বঞ্চিত করছিস্। আমি একদিনে তোর সাত বেটাকে সংহার করবো।" সর্দ্দার কালী মায়ের চরণতলে পড়ে কাতর হয়ে বল্‌লো—"মা আমি কাল সবকে ডেকে ভাগ করে দিব। আমাকে মার্জ্জনা কর মা।" সর্দ্দারের যে ছেলে পণ্ডিতজীর কাছে "দেওতাকো ছায়া নেহি" শুনেছিল—সে তার ঘরের জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না রাতে বাবাকে কালীর চরণে পড়ে থাকতে দেখে আর কালী মূর্ত্তির ছায়া দেখে ঘর হ'তে ছুটে বাহির হ'য়ে কালীর মুখোস কেড়ে নিয়ে বাবাকে বল্‌লে—বাবা এ ধনা বাগদী। কালী সেজে তোমাকে ঠকাতে এসেছে। এই বলে তাকে মারতে লাগলো। সর্দ্দার ছেলেকে ক্ষান্ত করলে। গোলমাল হলে পুলিশ জানবে।

সর্দ্দারের এই ছেলেটি পর দিন এক রামায়ণের পণ্ডিতকে ডেকে এনে বাড়ীতে রামায়ণ পাঠ সুরু করে দিল। বাবাকে বল্‌লো—বাবা শাস্ত্রের একটা কথা শুনে কত টাকা বেঁচে গেল তখন এই শাস্ত্র পাঠ খুব ভাল কাজ। এই ভাবে ডাকাইত বংশ সাধুতে পরিণত হইল। এই গল্পটা কি পর্টুগল দেশে প্রচলিত আছে? তা না হ'লে ওরা অনুপস্থিত হলো কেন?

আসন্ন সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস ও বামপন্থী সমর্থিত নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নামের তালিকা

—•—

মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে যে সমস্ত প্রার্থী নির্ব্বাচনে দাঁড়াইতেছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বেলডাঙ্গা—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ (কংগ্রেস) শ্রীজ্ঞান লাহিড়ী (বামপন্থী) শ্রীরাধাপদ প্রামাণিক (বামপন্থী) আসন সংখ্যা—১

নওদা—মহম্মদ ইসরাইল (কংগ্রেস) শ্রীবিশ্বনাথ বাজপেয়ী (বামপন্থী) আসন সংখ্যা—১

জলঙ্গী—মহম্মদ সোলেমান সরকার (কংগ্রেস) আসন সংখ্যা—১

হরিহরপাড়া—মহম্মদ আবদুল হামিদ (কংগ্রেস) আসন সংখ্যা—১

ভরতপুর—শ্রীগোলবদন ত্রিবেদী (কংগ্রেস) শ্রীসরোজ রায় চৌধুরী (বামপন্থী) আসন সংখ্যা—১

কান্দী—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ (কংগ্রেস) শ্রীসুধীর-কুমার মণ্ডল (তপঃ কংগ্রেস) শ্রীঅমল রায় (বামপন্থী) শ্রীঅভয়পদ সাহা (তপঃ বামপন্থী) আসন সংখ্যা—২

ভগবানগোলা—মহম্মদ হাফিজুর রহমান (কংগ্রেস) শ্রীশৈলেন অধিকারী (বামপন্থী) আসন সংখ্যা—১

রাণীনগর—শ্রীমতী হাসিনা মুর্শেদ (কংগ্রেস) আসন সংখ্যা—১

ফরাক্কা—মহম্মদ গিয়াসুদ্দিন বিশ্বাস (কংগ্রেস) আসন সংখ্যা—১

সুতী—মহম্মদ লুৎফল হক্ (কংগ্রেস) আসন সংখ্যা—১

জঙ্গিপুর—শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য (কংগ্রেস) শ্রীকুবেরচাঁদ হালদার—(তপঃ কংগ্রেস) শ্রীচণ্ডী হালদার (তপঃ বামপন্থী) শ্রীদেবব্রত ঘোষাল (স্বতন্ত্র) শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়—(বামপন্থী) আসন সংখ্যা ২

মুর্শিদাবাদ—শ্রীদুর্গাপদ সিংহ (কংগ্রেস) শ্রীবীরেন রায় (বামপন্থী) আসন সংখ্যা—১

লালগোলা—শ্রীকাজেম আলী মির্জ্জা (কংগ্রেস) আসন সংখ্যা—১

বহরমপুর—শ্রীবিজয়কুমার ঘোষ (কংগ্রেস) শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (বামপন্থী) শ্রীসনৎ রাহা (বামপন্থী) শ্রীবিশ্বনাথ রায় (স্বতন্ত্র) আসন সংখ্যা—১

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৪ই জানুয়ারী ১৯৫৭

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

১৮২ খাং ডিঃ জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী দেং সাওকাত আলী সেখ দিং দাবি ৫৪৲৯ খানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাড়ালা ১-১৬ শতকের কাত ৬৵৫ আঃ ৩০৲ খং ১৫২৪

১৮৪ খাং ডিঃ জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী দিং দেং ঐ দাবি ৬১।৵৬ মৌজাদি ঐ ১-৫৪ শতকের কাত ১০৸৯ আঃ ৩৫৲ খং ১৫২৩

২৭৬ খাং ডিঃ ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দিং দেং সফেজান বেওয়া দিং দাবি ২৪৸৹ খানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাড়ালা ১-৩১ শতকের কাত ১০।৵১ আঃ ১৫৲ খং ৫৩৫

২৭৮ খাং ডিঃ ঐ দেং মেজাদ সেখ দিং দাবি ১৯॥৵৬ মৌজাদি ঐ ৫৮ শতকের কাত ৪৲ আঃ ১৫৲ খং ৫৩২

২৭৭ খাং ডিঃ ঐ দেং কালীপদ দাস দাবি ১৫৲৬ পাই খানা ঐ মৌজে প্রসাদপুর ২৮ শতকের কাত ১॥৵৹ আঃ ৫৲ খং ১৪৫।৯

২৭৯ খাং ডিঃ ঐ দেং আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দাবি ২৪৸৹ খানা ঐ মৌজে মণ্ডলপুর ১-৩৫ শতকের কাত ৫৵৩ আঃ ১৫৲ খং ৩১৬

২৮৩ খাং ডিঃ নুরমহম্মদ সেখ দেং সুধাবিন্দু কর্ম্মকার দাবি ২৩।৵৬ খানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাহাদিনগর ১৬ শতকের কাত ২৷৹ আঃ ১০৲ খং ৭৪।৭৬

২২২ খাং ডিঃ নটবর দাস দিং দেং সীতানাথ দাস দিং দাবি ১৯৵৩ খানা সুতী মৌজে রসুনপুর ৩ শতকের কাত ৮৵৹ আঃ ৫৲ খং ২৫৫

২১৩ খাং ডিঃ মণীন্দ্রনাথ চৌধুরী দিং দেং মহাজনী বিবি দিং দাবি ৩১।৯ পাই খানা সুতী মৌজে লক্ষ্মীপুর ৩৫ শতকের কাত ২৲ আঃ ১০৲ খং ৬৬ কোরফা স্বত্ব

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

"মুখের পানে চাহিনু অনিমেষে
বাজিল বুকে সুখের মত ব্যথা।
মেঘের মত গুচ্ছ কেশরাশি
শিথান ঢাকি পড়েছে ভারে ভারে"

সকল সময়ে, সব ঋতুতে
জবাকুসুম আপনার কেশ-সৌন্দর্য
বৃদ্ধি করতে নিশ্চয়ই সাহায্য
করবে।

জবাকুসুম

কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

জবাকুসুম হাউস, ৩৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

১১৭, আর্মেনিআন ষ্ট্রীট, মাদ্রাজ-১

CKJ.3BE.M

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৮

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ--

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৸৹ টাকা ও মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :— **ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত